আজকের কাগজ ১৪

তারিখ 07 MAY 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দুর্নীতির অভিযোগের মুখে

ভিসি এমাজউদ্দীনের পদত্যাগের ঘোষণা, আজ সিদ্ধান্ত

'আমি অপমানিত বোধ করছি'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল ঢাবি সিনেটের তলবি সভায় উপাচার্য এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সভা থেকে এ সমস্ত দুর্নীতি তদন্তের জন্যে একটি 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং' কমিটি গঠনের প্রস্তাব আনা হয়। সভার সভাপতি ঢা.বি উপাচার্য এসব অভিযোগের মুখে রাত ৮টা ২৬ মিনিটে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে উপউপাচার্যকে ক্ষমতা গ্রহণের অনুরোধ জানান। এ অবস্থায় সভার সভ্যরা তাকে ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি ও অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্তের অনুরোধ জানান। উপাচার্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই আজ বিকেল ৫টা পর্যন্ত সভা স্থগিত রাখেন। আজ সভা থেকে উপাচার্যের পদত্যাগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। গতকাল বিকেল ৪টা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সিনেটের তলবি সভায় উত্তেজনাকর এসব ঘটনা ঘটে।

গতকাল বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে জাতীয় সংগীত বাজিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতেই উপাচার্য গত ২৯ জানুয়ারির পর থেকে গতকাল পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করা শিক্ষকদের প্রতি শোক নিবেদন করে শোক প্রস্তাব পেশ করেন। উপাচার্য ঘোষণা দেন, এ তলবি সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু সিনেট সদস্য আসাদুজ্জামান বলেন, সভার জন্যে নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি প্রয়োজন। তিনি আলোচ্যসূচি হিসেবে সিনেটের গত সভায় সিনেট সদস্যদের প্রতি উপাচার্যের অসৌজন্যমূলক আচরণ, উপাচার্য ও প্রশাসনের দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম, শিক্ষকদের চাকরি জীবন ৬০ বছর থেকে ৬৫ বছরে উন্নীতকরণ, গত ৪ বছর ধরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত না হওয়া ইত্যাদি বিষয় উত্থাপন করেন। এরপর সিনেট সদস্য সৈয়দ আহমদ বলেন, এজেন্ডা ছাড়া সভা কি করে অনুষ্ঠিত হয় ভেবে পাই না। তিনি গত ৫ বছরে উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা তদন্তের জন্যে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব জানান এবং একটি খসড়া কমিটির নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবকৃত কমিটির সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক ম. আক্তারুজ্জামান, সুলতান হোসেন, সুলতান শফি, ওজায়ের [illegible] মুনতাসীর মামুন প্রমুখ।

ঐ সময় ডঃ আজাদ চৌধুরী লোক প্রশাসন, ফার্মেসি, পদার্থ বিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ ও সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, এ সমস্ত বিভাগে দলীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি করা হচ্ছে। ডঃ আজাদ আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪টি হলের মধ্যে মাত্র দু'টিতে নীল দলের প্রভোস্ট রয়েছে। এটিও দলীয়করণের একটি উদাহরণ। এ সময় উপাচার্য বলেন, তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব একটি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব। '৭৩-এর অধ্যাদেশের ৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠিত হতে পারে না। কিন্তু সিনেট সদস্য ওজায়ের ফারুক বলেন, অধ্যাদেশের ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ নম্বর অধ্যাদেশ অনুযায়ী অবশ্যই 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং' কমিটি গঠিত হতে পারে। তিনি এসব দুর্নীতি তদন্তের জন্যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব জানান। এ সময় থেকে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কমিটি গঠনের পক্ষে-বিপক্ষে সিনেট সদস্যরা মত

এরপর ২ এর পাতায়

দুর্নীতির অভিযোগের মুখে

প্রথম পাতার পর

দিতে থাকেন। কমিটি গঠনের পক্ষে যেসব সিনেট সদস্য মত দিয়েছেন তারা বলেন, উপাচার্য একজন ব্যক্তি নয় বরং একটি প্রতিষ্ঠান। তার ভাবমূর্তির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ইদানিং উপাচার্য এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থ আত্মসাৎ, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির অভিযোগ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। তাই আমরা চাই উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বচ্ছতার জন্যে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হোক। কমিটি গঠনের বিপক্ষে মতদানকারী সিনেট সদস্যরা বলেন, কমিটি গঠনের জন্যে সুনির্দিষ্ট একটি অভিযোগ থাকতে হবে। এতোগুলো অভিযোগের প্রেক্ষাপটে কমিটি গঠিত হতে পারে না।

এ তদন্ত কমিটি গঠনের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে সভায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রদলের ডাকসু মনোনীত সিনেট সদস্যরা মারমুখী হয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এ অবস্থায় ৮টা ৫ মিনিটে উপাচার্য সভা ৫ মিনিটের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করেন। সভা পুনরায় শুরু হতেই উপাচার্য বলেন, আমার এবং আমার মেয়ে-জামাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছি। এ কারণে আমি পদত্যাগের ঘোষণা দিচ্ছি। উপাচার্যের হঠাৎ এ ধরনের ঘোষণায় উপস্থিত সিনেট সদস্য এবং সাংবাদিকরা স্তম্ভিত হয়ে যান। এ সময় সিনেট সদস্যরা তাকে ক্ষমতায় থেকে কমিটি গঠনের অনুরোধ জানালে উপাচার্য আজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সভা স্থগিত ঘোষণা করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনেট সদস্য অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, তাজমেরী সেলিনা আক্তার, আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, নূরুন্নাহার রহমান, শাহাদত আলী, কায়সার কামাল, এবিএম মোশারফ হোসেন, মনোয়ার হোসেন রানা, এটিএম জহুরুল হক, আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া, এম মোস্তফা চৌধুরী, হাবিবা খাতুন প্রমুখ।